ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয়দের বিজ্ঞান চর্চা:

ভারতে বৃটিশশাসনের প্রাককাল থেকেই বিজ্ঞান চর্চা শুরু হলেও ঔপনিবেশিক ভারতে পাশ্চাত্যের প্রভাবেই আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়। ঔপনিবেশিক সরকার নিজ স্বার্থে ও নিজ নিয়ন্ত্রণে বিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা করলেও ধীরে ধীরে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দ্বারা জাতীয় বিজ্ঞান চর্চার ভীত্তি প্রস্তুত হতে থাকে।

চিত্তব্রত পালিতের 'বিজ্ঞানের আলোকে ঔপনিবেশিক বাংলা' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে অধিকৃত উপনিবেশে অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-চর্চার উপরও নিয়ন্ত্রণ চলেছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যুক্তিবাদকে ব্যবহার করে ইউরোপীয় শাসকদল তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার ন্যায্যতার তত্ত্বকে ভারতীয়দের কাছে ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা বিজ্ঞান চেতনা ছিল ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে একটি বিরোধ মাত্র। যেসব ভারতীয় ইউরোপীয়দের কাছে মর্যাদা যুক্ত ছিলেন তারা কখনোই পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের কাছে পরাভূত বোধ করেননি। ভারতীয়রা তাদের নিজস্ব বিজ্ঞান ও ধর্ম দ্বারা গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং নিজেদের একটি জগৎ তৈরী করে নেয়।

অমর্ত্য সেনের 'The Argumentative Indian' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ভারতীয় জনগন যারা উপনিবেশবাদের আধিপত্যকে কখনোই ভালো চোখে দেখেনি তারা ভারতীয়দের প্রতি অবমাননার, অমর্যাদার প্রতিকার স্বরূপ বিজ্ঞান, গণিত তুলে ধরে পাশ্চাত্যের সামনে উপযুক্ত জবাব দিতে এগিয়ে আসে। জাতীয়তাবাদীরা ইউরোপের বিজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে তুলে ধরে হিন্দু বিজ্ঞানকে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের ভারতচর্চায় প্রাচ্যতত্ত্বীয় তথ্য যোগান অপেক্ষা প্রত্যক্ষভাবে তারা সংযুক্ত হতে চেয়েছিল বিজ্ঞানের সঙ্গে। এই প্রক্রিয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বাংলায় ছিল প্রবল। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

ডিরোজিওর শিষ্যদল 1833 খ্রী: প্রকাশ করে বিজ্ঞান চেতনার প্রসারে উদ্দেশ্যে দ্বিভাষিক পত্রিকা 'বিজ্ঞানসার সংগ্রহ'। ইতিপূর্বে এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলার বুকে বিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠলে প্রাথমিক পর্যায়ে সেখানে ভারতীয় সদস্যদের ঠাঁই ছিল না।

<u>প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশেষ সংখ্যা</u> (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে জানা যায় যে বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে কলকাতাকে কেন্দ্র করে 1876 খ্রী: মহেন্দ্রলাল সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'Indian Association For cultivation of science' নামক স্বাধীন বিজ্ঞান গবেষণাগার। এই সময় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় পত্র পত্রিকার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে জনমুখী করে তোলার চেষ্টাও শুরু হয়েছিল। উত্তর ভারতে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে Scientific Society, দিল্লিতে মাস্টার রামচন্দ্রের বিজ্ঞানের মাধ্যমে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রচেষ্টা, মধ্যভারতে শুভাজি বাপু এবং ওঙ্কারনাথ জোশীর আগ্রা থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

পশ্চিম ভারতে বিশেষত বোম্বাইয়ের একদল উৎসাহী বিজ্ঞানীর উদ্যোগে এলফিনস্টোন কলেজের ছাত্ররা গঠন করে Scientific Society. ইতিমধ্যে বিজ্ঞানী মহেন্দ্রলাল সরকারের বক্তৃতায় ফুটে উঠেছিল ভারতীয় বিজ্ঞানের ঐতিহ্যের দৃষ্টিভঙ্গি। 'হিন্দু বিজ্ঞান' ভাবনার পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল বিজ্ঞানী প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের রচনায়।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

তিনি A History of Hindu Chemistry রচনা এবং ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের খ্যাতনাম পন্ডিত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর গবেষণা। শিশির কুমার মিত্রর পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা। নীলরতন ধরের রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণা, দেবেন্দ্র মোহন বোসের পদার্থ শাস্ত্রের ভাবনা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের রসায়ন শাস্ত্রের বিদ্যার ভাবনা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণা বাংলা তথা ভারতের বিজ্ঞান চর্চাকে সমৃদ্ধ করেছিল। অন্যদিকে মেঘনাথ সাহা, জগদীশচন্দ্র বসু, জ্ঞানানন্দ রায় ও সত্যেন্দ্রনাথ বোসের গবেষণা ভারতের বিজ্ঞান চর্চাকে উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে ঔপনিবেশিক শাসকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের দ্বারা ভারতে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে বিজ্ঞান চর্চা শুরু হলেও ভারতীয়রা বহু প্রতিকূলতা কাটিয়ে দেশীয় বিজ্ঞান চর্চাকে সমৃদ্ধ করেছিল। যেক্ষেত্রে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বাংলার ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner